মেহেরপুরে পৃথক ঘটনায় ৩ প্রতারক আটক

মেহেরপুর জেলা সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে কোরিয়া প্রবাসীর কাছে ৬০ লক্ষ হাতিয়ে নেওয়া প্রতারক চক্রের ওই নারীসহ দুইজনকে গ্রেফতারের পর এমন তথ্য পেয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বগুড়া জেলার শাহাজানপুর উপজেলার কুড়িপাড়া সুজাবাদের মধ্যপাড়া এলাকার মৃত কলিমদ্দিন আকন্দের ছেলে আজাদুল ইসলাম ওরফে আজাদ (৪৬) ও তার স্ত্রী তহমিনা আক্তার (৩০)।

আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩ টার দিকে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল আলমের নেতৃত্বে একটি টিম আসামিদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন। পরে দুপুরে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পক্ষ থেকে প্রেস রিলিজ দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলা পাড়া গ্রামের আয়ূব আলীর ছেলে সোহেল রানা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা পরিচয়ধারী মনিকা খ্তুনসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ করে সদর থানায় ধারা ৪০৬/৪২০ পেনালকোড প্রতারণার অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ২৫, তারিখ ১৮/০৭/২৩ ইং।

মামলার অন্যান্য আসামিরা হলেন, তহমিনা আক্তার, নাজাতারা বেগম, আলিফা বেগম, রফিকুল ইসলাম, তানজিলা বেগম, আবু তালেব, মোছা: রেহেনা বেগম, জাহাঙ্গীর আলম, মোছা: ছাহেরা বেগম, মোছা: আনোয়ারা বেগম। এছাড়া অজ্ঞাত ৬/৭ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, বাদীর ভাই কোরিয়া প্রবাসি সাঈদ হাসান বাপ্পি ২০১৮ সালে কোরিয়াতে গমন করেন। সে সময় থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মনিকা খাতুন পরিচয়দানকারী একজনের পরিচয় হয়। প্রথমে গল্প আড্ডা মারলেও পরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে মনিকা প্রবাসি সাঈদ হাসানের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে অল্প অল্প টাকা নেয়া শুরু করেন। পরে তার বাবার অসুস্থতা ও মৃত্যু, মায়ের অসুস্থতা ও মৃত্যু, বাবার জমি সংক্রান্ত জটিলতার নিরসন ও পুলিশের হাতে আটকের নাটক সাজিয়ে প্রায়

৬০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। রেমিট্যান্স, এজেন্ট ব্যাংকিং ও বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে এই টাকা হাতিয়ে নেন মনিকা ও তার লোকজন।সাঈদ হাসান বাপ্পিকে মামলার ভয় দেখিয়ে ও বিপদে ফেলার ভয় দেখিয়েও টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই প্রতারক চক্রটি।

অপরদিকে, মেহেরপুর সদর উপজেলার বাঁড়িবাঁকা গ্রামের মিলন হোসেনের দায়ের করা প্রতারণা মামলার আসামি সাইফুল ইসলামকে নিলফামারী থেকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, বাঁড়িবাগ্রামের ইবাদত আলী ও সাইফুল ইসলাম অংশিদারভিত্তিতে ব্যবসা করতেন। বিভিন্ন স্থানে মাল দিয়ে ৫০ লাখ টাকা উত্তোলন করে পালিয়ে যান সাইফুল ইসলাম। এই ঘটনায় ইবাদত আলী প্রতারণার অভিযোগ এনে ব্যবসায়ীক পার্টনার সাইফুল ইসলামসহ চারজনকে আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে তার অবস্থান নিশ্চিত করে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে তরমুজ ও আনারসের দোকানে ভোক্তা অধিকারের অভিযান

মেহেরপুরে তরমুজ ও আনারসের বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেছে।

বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) দুপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার,পুরাতন বাস স্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন অস্থায়ী দোকান ও আরতে অভিযান পরিচালনা করে তরমুজ অতিরিক্ত

মূল্যে বিক্রি না করতে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।

এসময় মেহেরপুর পুলিশের লাইনের একটি টিম উপস্থিত থেকে অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

মেহেরপুরে নাশকতা মামলায় বিএনপির ৭ নেতার জামিন

নাশকতার অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা মামলায় বিএনপি ও অঙ্রগ সংগঠনের ৭ নেতা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) বিকালে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন দেন।

জামিনপ্রাপ্তরা হলেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুব আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিদ, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রায়হান, আমঝুপি ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাফিজুর রহমান।

এদিকে বিএনপি সহযোগী সংগঠনের এই ৭ নেতা সন্ধ্যায় কারাগার থেকে বের হলে কারাফটকে ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন তাদের ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এর আগে একই মামলায় সাবেক সাংসদ মাসুদ অরুন জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

২০২৩ সালে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সরকার বিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় নাশকতার অভিযোগ এনে সদর থানা পুলিশ পৃথক দুটি মামলা দায়ের করে।

মামলা দুটিতে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ

অরুন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুব আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিদ, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রায়হান, আমঝুপি ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাফিজুর রহমানকে আসামি করা হয়।

মামলায় মাসুদুর রহমানসহ অন্যান্যরা উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নিয়েছিলেন।

গত ১০ মার্চ দুপুরে মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিনের আবেদন করলে বিচারক আবু বক্কর সিদ্দিক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের মিথ্যা মামলায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা জেলে যান।

গাংনীতে ১২ মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

১২ টি মামালায় বিভিন্ন মেয়াদে ১২টি সাজাপ্রাপ্ত পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামী শেখ লুৎফর রহমান জুয়েল(৩৩)কে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর সিপিস-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

শেখ লুৎফর রহমান জুয়েল সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নাজিমগঞ্জ বাজার এলাকার মোঃ আব্দুল ওহাবের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) ভোররাতের দিকে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর সিপিস-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কেদারগঞ্জ বাজারের মহিলা কলেজ রোডে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর সিপিস-৩ মেহেরপুর

ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি মনিরুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত জুয়েল সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থানার সিআর-২২৮/১৯, সিআর-৩৩৭/১৯, সিআর-৭০/১, সিআর-১৯৭/১৯, সিআর-৫৫/১৯, সিআর-৩১৫/১৯, সিআর-৩৪২/১৯, সিআর-৩৩৬/১, সিআর-৩২৩/১৯, সিআর-৪২৪/১৯, সিআর-৩২০/১৯, সিআর-৩৪১/১৯ নং মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত। সে দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কালীগঞ্জ থানায় হস্তাস্তর করা হয়েছ।

মেহেরপুরে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে ৬ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৮ই মার্চ) দুপুর ২টার সময় মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ঘোষপাড়া গ্রাম থেকে আবিরা খাতুন এবং মুজিবার রহমান নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

আটককৃত আবিরা খাতুন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ঘোষ পাড়ার আজিবার রহমানের স্ত্রী ও মজিবার রহমান একই গ্রামের নজবুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে গোপন ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মুজিবনগর উপজেলা দারিয়াপুর ঘোষপাড়া এলাকা অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ সনের ৩৬
(১) সারণীর ১৪(ক) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মেহেরপুরে রেইজ প্রকল্পের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে “বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীদের পুনরেকত্রীকরণে রেইজ প্রকল্পের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার দিনব্যাপী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েজ অনার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (আইআরপি) উপসচিব মোঃ গিয়াস উদ্দিন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও কুষ্টিয়া ওয়েলফেয়ার সেন্টার আয়োজিত সেমিনারে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুহাঃ তানভির হাসান (রুমান), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজীব হাসান, পাবনা ওয়েলফেয়ার সেন্টারের সহকারি পরিচালক মোঃ আবু সাঈদ, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)র অধ্যক্ষ আরিফ হোসেন তালুকদার, সৌদি প্রবাস ফেরত রোমানুল হক, শহিদুল হক, শালিখা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাশ্বত নিপ্পন, জেলা ব্র্যাকের সমন্বয়কারী শেখ মইনুল হুদা, সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন প্রমুখ।

সেমিনারে প্রবাস ফেরত অভিবাসী, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ক্লিনিক মালিককে ১ বছর কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল ও গাংনী ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক হাফিজুর রহমানকে এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড, এক লাখ টাকা জরিমানা ও হাসপাতালটি বন্ধ করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত।

নানা অব্যবস্থাপনা, ক্লিনিকের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি না থাকা, মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স, দক্ষ চিকিৎসক, সেবিকা ও সার্জিক্যাল সরঞ্জামাদি না থাকার অভিযোগে এই দণ্ডাদেশ ও জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম এই দণ্ডাদেশ দেন।

এসময় মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ মহী উদ্দিন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সুপ্রভা রানী, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মারুফ, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার মহী উদ্দিনের নেতৃত্বে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় ২ ঘন্টা ব্যাপি ওই ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমা আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট নাদির হোসেন শামীম বলেন, ২০০৯ সালের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আই নের ৫২ ধারায় ক্লিনিকের মালিক হাফিজুর রহমানকে এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ, এক লাখ টাকা জরিমানা ও হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল ও গাংনী ডায়াগনস্টিক সেন্টারের হাসপাতাল বিভাগ পরবর্তি নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, গত রবিবার (১৭ মার্চ) বিকালে গাংনী উপজেলার দেবিপুর গ্রামের সেলিমের স্ত্রী পান্না খাতুন ভুল চিকিৎসায় মারা যান। পরে গভীর রাত পর্যন্ত নিহতের স্বজনদের সাথে মিটমাট করার জন্য ২ লাখ টাকার বিনিময়ে দফারফার চেষ্টা করেন ক্লিনিক মালিক। এছাড়া সংবাদ পত্র নিউজ বন্ধ করতে দৌড়ঝাঁপ করেন।

গাংনীর হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতালে আবারও ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যু

হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল ও গাংনী ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আবারও ভুল চিকিৎসায় পান্না খাতুন (২২) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। পান্না খাতুন গাংনী উপজেলার দেবিপুর গ্রামের মো: সেলিমের স্ত্রী।
এঘটনার পরপরই ওই ক্লিনিকের মালিক হাফিজুল ইসলাম ও চিকিৎসকরা ক্লিনিকটি বন্ধ করে পালিয়ে গেছেন।

তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত, ক্লিনিকের মালিক হাফিজুল ইসলাম বামন্দী করবী ক্লিনিকে বসে রোগীর স্বজনের সাথে টাকা দিয়ে মিটমাট করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় সিজারকারি চিকিৎসক আবু সালেহ মোহাম্মদ ইমরানের সাথে কথা বলার জন্য তার মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলেও ফোন রিসিভ করেননি।

তবে, ক্লিনিক মালিক হাফিজুল ইসলাম মোবাইল ফোনে জানান, সিজারের সময় আমি অপারেশন থিয়েটারে থাকি। পান্না খাতুন ভুল চিকিৎসায় নয়, কার্ডিয়াক অ্যার্টাক্টে মারা গেছেন। নিহত পান্না খাতুনকে এনেসথেসিয়া দেন চিকিৎসক ইমরান হোসেন।

হাসপাতালের রিসিভসনের দায়িত্বে নিয়োজিত পপি খাতুন বলেন, প্রতিষ্ঠানের মালিক হাফিজুল ইসলাম ইফতার করতে বাড়িতে গেছেন। আর আসেনি। ডাক্তার আবু সালেহ মোহাম্মদ ইমরান সিজার করেছেন। এসময় সেবিকা ছিলেন পারুলা খাতুন নামের একজন।

তিনি আরও জানান, নিহত পান্না খাতুন (২২) সকালের দিকে প্রসব বেদনা নিয়ে আমাদের এখানে ভর্তি হন। সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে তাকে সিজার করা হয়। রোগী ও সন্তান প্রথম দিকে সুস্থ থাকলেও কিছুক্ষণ পর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে রাউন্ডে আসা চিকিৎসক

মাহবুবুর রহমান রিংকু তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানেই নিয়ে যাওয়ার সময় পথের মধ্যে মারা যান তিনি।

একই কথা জানান, ক্লিনিক মালিক হাফিজুল ইসলাম। তিনি বলেন, রোগী প্রথম দিকে সুস্থ থাকলেও পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক মাহবুবুর রহমান রিংকু তাকে রেফার্ড করেন।

তবে, চিকিৎসক মাহবুবুর রহমান রিংকু বলেন, আমি রোগীর অবস্থা দেখে স্বজনদের বলেছি রোগী এখানে থাকলে মারা যাবে। দ্রুত উন্নত হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে, আমি রেফার্ডের কাগজপত্র কোথাও স্বাক্ষর করিনি। রোগীর কার্ডিয়াক অ্যাট্রাক্ট হয়েছে লিখতে বলেছিলেন মালিক। আমি সেটি লিখিনি।

জানা গেছে, এঘটনার পরপরই হাসপাতালের মালিক হাফিজুল ইসলাম বিষয়টি প্রশাসনের নজর এড়াতে শুরু করেন দৌড়ঝাঁপ। রোগীর স্বজনদের সাথে মিটমাট করতে বামন্দীর করবী ক্লিনিকে বসেন। রোগীর স্বজনদের এক লাখ টাকা দিয়ে মিটমাট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে, এক লাখ টাকা নয় আরও বাড়াতে দর কষাকষি চালাচ্ছিলেন।

একটি সুত্র জানিয়েছে, সরকারি বিধি মোতাবেক বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি না থাকলেও প্রশাসনকে ম্যানেজ করে অবৈধভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন সিজারিয়ান। এখানে দক্ষ সিজারিয়ান ও এনেসথেসিয়া চিকিৎসক, নার্স না থাকলেও ক্লিনিক মালিক হাফিজুল ইসলাম চালিয়ে যাচ্ছেন এই ব্যবসা। ওটি রুমে নিজের থাকার ব্যাপারে হাফিজুল ইসলাম বলেন, আমি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে ওটিতে থাকতে পারি। সিজার ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করি। তিনি আরো বলেন, এর আগে জুগিন্দা গ্রামের একজন রোগী মারা গেছেন। সেটি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকের মাধ্যমে সমঝোতা করা হয়েছে। এটাও সমঝোতা করে নেবো।

গভীর রাত হওয়ায় স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের কর্তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুরের বিচার বিভাগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল, ইফতার বিতরন ও এতিমখানায় খাবার বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর বিচার বিভাগ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ পালন করেছে।

আজ রবিবার (১৭ মার্চ) মেহেরপুর জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মেহেরপুর বিচার বিভাগের সদস্যগণ। অতঃপর জেলা জজ আদালতের মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবুবকর সিদ্দিক। এ সময় এখানে জেলা জজ আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরে সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিল শেষ উপস্থিত সকলের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অতঃপর একটি এতিমখানা মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিচার বিভাগ মেহেরপুরের পক্ষ থেকে খাবার পৌঁছে দেয়া হয়।

মুজিবনগর জয়পুর সীমান্তে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জয়পুর সীমান্ত থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আজ রবিবার (১৭ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামের (আগ্রাগাড়ি মাঠ) ভারতীয় ৯৮ থ্রী এস সীমান্ত পিলার থেকে ১০০ গজ দূরে জয়পুর গ্রামের হান্নাল হটনগরীর পানি সেচ দেওয়া স্যালো মেশিন সংলগ্ন কলার ঝাড়ে সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ দেখতে পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয় কৃষকরা।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) উজ্বল দত্ত সঙ্গীও ফোর্স এবং বিজিবি কে সাথে নিয়ে ঘটনার স্থল পরিদর্শন করেন এবং লাশ উদ্ধার করে মুজিবনগর থানার হেফাজতে নেন।

প্রাপ্ত ছবি ও তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে লাশের সামনে একটি খাবারের বক্স এবং হিন্দি ও ইংরেজিতে Rail neer লেখা পানির বোতল এবং একটি বিস্কুটের পেকেট পড়ে ছিল। বয়স আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ বছর হবে। মৃত ব্যক্তির বাম হাত সহ সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত জানান, সংবাদ পেয়ে আমরা লাশ থানা হেফাজতে নিয়েছি। এখনো পর্যন্ত লাশটি সনাক্ত করা যায়নি। যখন লাশটি উদ্ধার করা হয় প্রাথমিক তদন্তে লাশের সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন এবং বাম হাতে ছেঁলা জখম ছিল। লাশের সাথে ভারতীয় একটি পানির বোতল, একটি বিস্কুটের প্যাকেট, একটি পত্রিকা এবং খাবার বাটি পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি অজ্ঞাত হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক, বিপিএম (বার), পিপিএম ঘটনা স্থান পরিদর্শন করেন।